যুগান্তর

তারিখ ..... 20 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ২

চুরির অভিযোগ

দিনাজপুরে মাদ্রাসায় ৯ বছরের শিশুকে পাশবিক নির্যাতন

দিনাজপুর প্রতিনিধি

দিনাজপুর দক্ষিণ কোতোয়ালির সীমান্তঘেঁষা কমলপুর ইউনিয়নে অবস্থিত নূরানী তালিমুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ৯ বছরের শিশু আবু সাঈদকে টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ৩ দিন মাদ্রাসার একটি কক্ষে আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতন করেছে মাদ্রাসার দুই শিক্ষক হাফেজ মো. রেজাউল ইসলাম ও মাওলানা শরিফুল ইসলাম। চিৎকার করে হাত-পা ধরে সে রেহাই পাইনি মানুষরূপী দানব দুই শিক্ষকের হাত থেকে। সোমবার সন্ধ্যায় নির্যাতনের একপর্যায়ে আবু সাঈদ জ্ঞান হারিয়ে ফেললে বিষয়টি এলাকার মানুষ জানতে পারে। পরে তারা মাদ্রাসার নির্জন কক্ষ থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত তাকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শত শত বিক্ষুব্ধ নারী-পুরুষ নির্যাতনকারী ২ শিক্ষকের শাস্তির দাবি করে মাদ্রাসা ঘেরাও করে। কিন্তু এর আগেই শিক্ষক রেজাউল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম ভয়ে মাদ্রাসা ছেড়ে পালিয়ে যান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাঈদের দুই সহপাঠী জানায়, শিক্ষক রেজাউল ইসলাম ও শরিফুল ইসলাম আবু সাঈদকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর মাদ্রাসার একটি কক্ষে আটকিয়ে রেখে গত শনি ও রোববার বেদম মারধর করে। সোমবার বিকালে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে দুই শিক্ষক মাদ্রাসা ছেড়ে চলে যান। মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মো. গোলাম মোস্তফা ঘটনাটি বাইরের অন্য কাউকে না জানানোর জন্য ছাত্রদের বলেন। এ ব্যাপারে মঙ্গলবার মাদ্রাসার সভাপতি মাজেদুর রহমান জুয়েল বলেন, শিক্ষকদের এ ধরনের আচরণ গ্রহণযোগ্য নয়। মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ মো. গোলাম মোস্তফা জানান; মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ দায় স্বীকার করে ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আজ তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া গেলে দোষী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে দোষী দুই শিক্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। নির্যাতনের শিকার আবু সাঈদের বাবা হাসান আলী জানান, তিনি মামলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন তবে প্রভাবশালীরা তাকে থানায় যেতে বাধা দিচ্ছেন।